



332915 - মানুষের সন্তুষ্টির বদলে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানানোর উপায় কি?

প্রশ্ন

কভাবে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টটিকে আমার লক্ষ্য বানাতে পারব এবং মানুষ কী বলে সবেদিকে ভ্রুক্షপে করব না? এক্ষেত্রে কোন বইগুলো আমাকে সাহায্য করতে পারে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

একজন মুমনি ব্যক্তির মহান লক্ষ্য হবে রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আল্লাহ মুমনি নর ও নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন— এমন জান্নাতসমূহের যগুলো নমিনদেশে নহর প্রবাহিত, যখন তারা অনন্তকাল থাকবে। আর (ওয়াদা দিয়েছেন) উত্তম বাসস্থানসমূহের ঐ স্থায়ী জান্নাতে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নয়োমত। এটাই মহাসফলতা।" [সূরা তাওবা, আয়াত: ৭২]

সহি বুখারী (৬৫৪৯) ও সহি মুসলমি (২৮২৯) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন: ওহে জান্নাতীরা! তারা বলবে: ও আমাদের প্রভু লাব্বাইক (হায়রি)। তখন তিনি বলবেন: তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছে? তখন তারা বলবে: আমরা কোন সন্তুষ্ট হব না; আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন আপনার অন্য কোন সন্তুষ্টিকে তা দেননি। তখন তিনি বলবেন: আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম নয়োমত দি। তারা বলবে: হে আমাদের প্রভু! এর চেয়ে উত্তম নয়োমত কী? তখন তিনি বলবেন: আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযলি করব; এরপর আর কখনও আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।"

একজন মুমনির জীবনে নশানা হওয়া উচিত এক আল্লাহর সন্তুষ্টি যার কোন শরীক নাই; এমন কি এতে যদি মানুষ অসন্তুষ্ট হয় তবুও। আর মুনাফকিরে আলামত হচ্ছে মাখলুকরে সন্তুষ্টি; এমনকি এতে যদি রাব্বুল আলামীন অসন্তুষ্ট হয় তবুও।

আল্লাহ তাআলা মুনাফকিদরে ব্যাপারে বলেন: "তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর কসম করে; যাতে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক হকদার যে, তারা তাঁকে সন্তুষ্ট করবে, যদি তারা ঈমানদার হয়ে থাকে।" [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬২]



যে বিষয়গুলো বান্দাকে আল্লাহর সন্তুষ্টী অনুসন্ধানের সহযোগিতা করবে তা নমিনরূপ:

এক:

বান্দা তার প্রভুকে চেনে এবং এই একীকরণ রাখা যাবে, সবকিছু তাঁর হাতে। তিনিই এককভাবে সবকিছু পরিচালনা করেন। এককভাবে তিনিই উপরে উঠান ও নিচে নামান। তিনিই সম্মানিত করেন ও লাঞ্ছিত করেন। তিনি যা দেন তা প্রতিরোধ করার কউ নেই। তিনি যা দেন না তা দেয়ার কউ নেই। সকল মানুষ আল্লাহর জন্য বা তাদের নিজদের জন্য কোন উপকার বা ক্ষতির মালিক নয়; মৃত্যু বা জীবনের বা অন্য কিছু মালিক নয়।

যদি বান্দা এ একীকরণ রাখতে পারে তাহলে তার অন্তর তার প্রভুর সাথে সম্পৃক্ত হয়। এ ঈমানের কারণে যে, মানুষ তার প্রভুর অনুমতি ছাড়া তার উপকার করতে পারবে না এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "জনে রাখ! সমস্ত মানুষ যদি তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তদুপরি তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না; আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া। অনুরূপভাবে তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয় তারা তোমার কোন ক্ষতিও করতে পারবে না; আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া।" [সুনানে তরিমযি (২৫১৬), আলবানী 'সলিসলি সহহি'-তে (৫/৪৯৭) হাদিসটিকে 'সহহি' বলছেন]

দুই:

বান্দা এই একীকরণ রাখা যাবে, তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সন্তুষ্টী তার প্রভু ও তার মাওলার অনুমতিক্রমেই। যদি সে তার প্রভুকে সন্তুষ্ট করে তাহলে তিনি মুমিন বান্দাদের অন্তরে তার ভালোবাসা ঢেলে দেন।

সুনানে তরিমযিতে (৩২৬৭) বারা বনি আযবে (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! নশিচয় আমার পক্ষ থেকে প্রশংসা সুনাম এবং নশিচয় আমার পক্ষ থেকে নিন্দা দুর্নাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এটা আল্লাহ তাআলার অধিকার।" [হাদিসটিকে আলবানী 'সহহিত তরিমযি'-তে সহহি বলছেন]

একমাত্র আল্লাহ যদি কোন বান্দার স্তুতি বা প্রশংসা করেন তাহলে সেটা তার সুনাম। আর তিনি যদি বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হন ও নিন্দা করেন তাহলে সেটা বান্দার কলঙ্ক। আর তিনি ছাড়া অন্য মানুষ তাঁর অনুমতি ছাড়া এই অধিকার রাখেন না। হাদিসে এসেছে যে, আল্লাহই মানুষের অন্তরে বান্দার প্রতি ভালোবাসা বা ঘৃণা সৃষ্টি করেন।

সহহি বুখারী (৩২০৯) ও সহহি মুসলমি (২৬৩৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "নশিচয় আল্লাহ যদি কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তিনি জিব্রাইল (আঃ)কে ডেকে বলেন: নশিচয় আমি অমুককে ভালোবাসি; সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। তিনি বলেন: তখন জিব্রাইল (আঃ) তাকে ভালোবাসে। এরপর জিব্রাইল



(আঃ) আসমানে ঘোষণা করে বলেন: নশ্চয় আল্লাহ্ অমুককে ভালোবাসে; অতএব তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানবাসী তাকে ভালোবাসে। তিনি বলেন: এরপর তার জন্য জমনিও গ্রহণযোগ্যতা তরী করে দয়া হয়। আর যদি তিনি কোন বান্দাকে অপছন্দ করেনে তিনি জিব্রাইলকে (আঃ) ডেকে বলেন: নশ্চয় আমি অমুককে অপছন্দ করি; সুতরাং তুমিও তাকে অপছন্দ কর। তিনি বলেন: তখন জিব্রাইল (আঃ)ও তাকে অপছন্দ করে। এরপর সবে আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে যে, নশ্চয় আল্লাহ্ অমুককে অপছন্দ করেনে; অতএব তোমরাও তাকে অপছন্দ কর। তিনি বলেন: তখন তারাও তাকে অপছন্দ করে। এরপর জমনিও তার জন্য ঘৃণা তরী করে দয়া হয়।”

তিনি:

বান্দা এই একীন রাখবে যে, রাব্বুল আলামীনকে বাদ দিয়ে মানুষের সন্তুষ্টির দিকে ভ্রুক্ষেপে করাটা অবমাননাকর। এমন ব্যক্তি নিন্দিত; তার প্রশংসাকারী কটে নহে। এমন ব্যক্তি লাঞ্ছিত; তাকে সাহায্যকারী কটে নহে। আর যদি সে এক আল্লাহর সন্তুষ্টির তালাশ করে তাহলে মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়বে।” [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২২]

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: ‘যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ্ মানুষকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি দিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ্ তাকে মানুষের হাতে সোপর্দ করেন।’ [সহিহ ইবনে হিব্বান (২৭৭); আলবানী ‘আস্‌সলিসলি আস্‌-সাহিহা’ গ্রন্থে (২৩১১) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

কা’ব বনি মালকে (রাঃ) এর দিকে তাকান। কয়েক ছিল তার সত্যবাদিতা ও এক আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য। যহেতু তার এ ঈমান ছিল যে, তিনি যদি সত্য বলেনে আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করবেন। আর তার লক্ষ্য যদি হত মথিয়া বলার মাধ্যমে মানুষের রোযানল থেকে বের হওয়া তাহলে হতে পারে আল্লাহ্ মানুষকে তার উপর ক্ষেপিয়ে তুলতেন।

কাব (রাঃ) তার তাওবার ঘটনায় বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন: আল্লাহর শপথ! নশ্চয় আমি যদি দুনিয়াবাসী অন্য কারো কাছে বসতাম তাহলে আমি কোন একটা ওজর পশে করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বের হওয়াকে যত্নে মনে করতাম; যহেতু আমাকে বাদানুবাদ করার যোগ্যতা দয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ আমি জানি যে, আজ যদি আমি আপনার সাথে মথিয়া কথা বলি তাহলে আপনি সবে কথায় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। কিন্তু আমার আশংকা হয় অচিরেই আল্লাহ্ আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিবেন। আর যদি আমি আপনার সাথে সত্য কথা বলি তাহলে আপনি আমার প্রতি রাগ করবেন। কিন্তু এর মাধ্যমে আমি আল্লাহর ক্ষমা পতে চাই। না; আল্লাহর শপথ! আমার কোন ওজর ছিল না। আল্লাহর শপথ! আমি যে সময়ে যুদ্ধে যাইনি সে সময়ের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও স্বচ্ছল আমি আর



কখনও ছলিম না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এ লোক সত্য বলছে। তুমি উঠে যাও; যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোন সন্ধিধান্ত দেন। [সহিহ বুখারী (৪৪১৮) ও সহিহ মুসলিম (২৭৬৯)]

চার:

এ কথা জানা য়ে, মানুষকে সন্তুষ্ট করার কোন উপায় নই। কেননা মানুষের মূল বশেষিত্ব হচ্ছে জুলুম ও অজ্ঞতা। মানুষকে সন্তুষ্ট করা এমন এক লক্ষ্যবস্তু য়াতে পৌঁছা য়ায় না। কেননা মানুষ তাদরে প্রভুর প্রতিই সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং তারা কি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হব্বে?!

ইমাম বাইহাকী তাঁর 'আল-যুহুদুল কাবরি' কতিবে (১৮০) সহিহ সনদে হাসান বছরি (রহঃ) থেকে সংকলন করছেন য়ে, তাকে জিজ্ঞেসে করা হল: "কিছু লোক আপনার মজলসি়ে আসে আপনার কোন একটি অসংলগ্ন কথা নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে বিষয়দেগার করার জন্য / তখন তিনি বললেন: বিষয়টিকে হালকাভাবে ননি! আমি নিজেকে আল্লাহর নকৈট্য়রে প্রতি আগ্রহী করছি; আমার আত্মা আগ্রহী হ়য়ছে। আমি নিজেকে জান্নাতরে প্রতি আগ্রহী করছি; আমার আত্মা আগ্রহী হ়য়ছে। আমি নিজেকে আয়তলোচন হুরদরে প্রতি আগ্রহী করছি; আমার আত্মা আগ্রহী হ়য়ছে। আমি নিজেকে মানুষ থেকে নরিপদ থাকার প্রতি আগ্রহী করছি; কিন্তু এর জন্য কোন উপায় পাইনি। আমি যখন দেখলাম মানুষ তার সৃষ্টকির্তার প্রতি সন্তুষ্ট হ়য় না; তখন জানতে পারলাম তারা তাদরে সমতুল্য মাখলুকরে প্রতি সন্তুষ্ট হব্বে না।"

ইমাম শাফয়ী (রহঃ) ইউনুস বনি আব্দুল আ'লাকে বলেন: "হে আবু মুসা! আপনি যদি সকল মানুষকে সন্তুষ্ট করার সব ধরণরে চেষ্টা করনে তবুও এর কোন উপায় নই / অতএব, আপনি আপনার আমল ও নয়িতকে আল্লাহ তাআলার জন্যই একনষিঠ করুন।" [ইমাম বাইহাকীর 'শুআবুল ঈমান' (৬৫১৮)]

আর বইয়ের ব্যাপারে কথা হল: এ বিষয়ে বিশেষভাবে কোন বই রচিত হ়য়ছে বলে আমাদের জানা নই। তবে আমি প্রশ্নকারী ভাই ও সকল মুসলমিকে আল্লাহকে অধিক জানার উপদশে দিছি। যখনই বান্দা তার প্রভুকে চনিবে তখনই তার লক্ষ্য হব্বে তার প্রভুর সন্তুষ্ট; আর এটাই যথেষ্ট। মানুষরে অসন্তুষ্ট তার কোন ক্ষতি করবে না।

এ বিষয়ক ভাল বইয়ের মধ্যরে য়য়ছে ড. মুহাম্মদ আল-হুমুদ আল-নাজদরি রচিত 'আন-নাজুল আসমা ফি শারহি আসমায়া আল্লাহ আল-হুসনা'।

অনুরূপভাবে ইবনে রজব আল-হাম্বলি, ইবনুল কাইয়যরে বইগুলো বেশি বেশি অধ্যয়নরে উপদশে দিছি। এ বিষয়ে তাদরে কথাগুলো সবচয়ে উপকারী।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।